দৈনিক বাংলা

তারিখ .. 14 JUL 19..
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

১৪

৪০

নকলের পালা চলছেই

উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে এবং যা আশংকা করা গিয়েছিল তা-ই ঘটেছে। বৃহস্পতিবার প্রথম দিনের পরীক্ষাতেই তিন হাজার পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। নকল সরবরাহ করার অভিযোগে পুলিশ দেশের বিভিন্নস্থানে ২৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। একটি কেন্দ্রে নকল সরবরাহের সময় পরীক্ষার্থী-শিক্ষক সংঘর্ষ হয়েছে। এতে আহত হয়েছে ৯ জন। নকলে সহায়তা করার অভিযোগে শিক্ষক ও পরিদর্শক বহিষ্কারের ঘটনাও ঘটেছে। সুখের বিষয়, এখন পর্যন্ত এই পরীক্ষায় এর চাইতে অপ্রীতিকর ঘটনা যেমন গোলাগুলি, বোমাবাজী, পরিদর্শকদের প্রহার, খুনোখুনির খবর পাওয়া যায়নি।

তবে, মনে রাখতে হবে, প্রথমদিনের পরীক্ষার বিষয় যা বাংলাভাষা ও সাহিত্য অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত সহজ বিষয়। ফলে এতে অসদুপায় অবলম্বনের সম্ভাবনা ও প্রয়োজনও থাকে তুলনামূলকভাবে কম। তা সত্ত্বেও ঐ পরীক্ষায় যে ব্যাপকভাবে নকল হয়েছে অন্তত নকল করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে বহিষ্কারের সংখ্যা থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর এই ঘটনা থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, পরীক্ষার অবশিষ্ট দিনগুলোতে অর্থাৎ যেসব দিনে তুলনামূলকভাবে কঠিন বিষয়গুলোর পরীক্ষা নেয়া হবে সেগুলোতে বৃহস্পতিবারের চাইতেও ব্যাপকতর নকলের অপপ্রয়াস চালানো হবে। অন্যদিকে প্রথমদিনের বহিষ্কারের সংখ্যা থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, কর্তৃপক্ষ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন বন্ধ করার ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষমাহীন মনোভাব গ্রহণ করেছেন। এটা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ পদক্ষেপ।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে এই দুর্নীতির মূলোৎপাটন করতে সরকার দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। এদেশের কোন পরীক্ষাতেই আর যাতে কেউ অসদুপায় অবলম্বন করে পার না পেতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধানে সরকার সম্ভাব্য সবরকম ব্যবস্থাও গ্রহণ করে চলেছেন।

সরকারের এই লক্ষ্যপূরণ অবশ্য সহজ নয়। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দুর্নীতিটি বস্তুতঃ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অনেকটা গভীরে প্রবেশ করেছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এমনসব গলদ ও সমস্যা আছে যা নকল প্রবণতা গড়ে তুলেছে, তা দীর্ঘকাল ধরে কমবেশি প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে এবং এখন এই প্রবণতা সর্বনাশা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

নকল পরীক্ষার্থীরাই করে। অপরাধী অবশ্যই তারা। কিন্তু তাদের মধ্যে নকল করার প্রবণতা সৃষ্টি করে তাদের শিক্ষার পরিবেশ। হাজারটা কারণে স্কুল কলেজে সঠিকভাবে পড়াশোনা হয় না। কোথাও শিক্ষক নেই কোথাও শিক্ষা সরঞ্জাম নেই, কোথাও সবকিছু থাকা সত্ত্বেও ক্লাস হয় না যথারীতি। কিন্তু পড়াশোনা হোক আর না হোক পরীক্ষা তো ছাত্রদের দিতেই হয়। আর পরীক্ষা তারা দেয় পাস করার জন্যই। সুতরাং পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত প্রায় ছাত্রটি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করার কথা ছাড়া অন্য কিছু তেমন ভাবতে পারে না।

সুতরাং পরীক্ষায় নকল করার প্রবণতা দূর করতে হলে পরীক্ষা-পূর্ব শিক্ষার পরিবেশ পরিবর্তন করার উপর জোর দিতে হবে; সেটার উপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। শুধুমাত্র পরীক্ষার্থীদের বহিষ্কার করলেই এই বিভীষিকা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।